সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৪

৪/ উযূ (كتاب الوضوء)

পরিচ্ছেদঃ ৪/৬০. দাঁড়িয়ে ও বসে পেশাব করা।

بَاب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

আরবী

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

বাংলা

২২৪. হুযাইফাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা গোত্রের ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে আসলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি আনতে বললেন। আমি তাঁকে পানি এনে দিলে তিনি উযূ করলেন। (২২৫, ২২৬, ২৪৭১ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২২৪)

English

Narrated Hudhaifa: Once the Prophet (sallallahu ‘alaihi wa sallam) went to the dumps of some people and passed urine while standing. He then asked for water and so I brought it to him and he performed ablution.

ফুটনোট

* সাধারণত বসে পেশাব করাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস । এ জন্যই আয়িশা (রাঃ) বলেন, "যে ব্যাক্তি তোমাদের বলবে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন -- তার কথা বিশ্বাস করো না" (তিরমিযী, নাসাঈ) । এই একটি মাত্র স্থানেই তাঁর অভ্যাসের ব্যতিক্রম পাওয়া যায় । এর কারণ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোমর ব্যাথার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন ।" (বায়হাকী, হাকেম)

হাদিসের শিক্ষা

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'পেশাব করলেন', হাদীসের এ অংশে কিছুটা সংকোচন করা হয়েছে। কারণ বিস্তারিত বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক বাগানের পিছনে ময়লা ফেলার জায়গায় গেলেন, সেখানে কারো কারো মতো দাঁড়িয়ে পেশাব করার ইচ্ছা করলেন, আমি দূরে সরে দাঁড়ালাম কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড়াতে বললেন, যাতে তাকে দেখা না যায়, তিনি তার প্রয়োজন পুরা না করা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর...।

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক হাদীসটি বর্ণনার পিছনে একটি ঘটনা আছে। আর তা হচ্ছে, আবু ওয়ায়েল শাক্বীক ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আবু মূসা আল আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পেশাব করার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতেন। এমনকি তিনি বোতলে পেশাব করতেন; যাতে করে সেটার কোনো অংশ কারো গায়ে না লাগে। আর তিনি বলতেন, বনী ইসরাঈলদের যদি চামড়ায় পেশাব লাগত তাহলে তারা সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত। তখন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তোমাদের এ লোক (আবু মূসা উদ্দেশ্য) এতো কঠোরতা না করলেও কিছু হবে না। কারণ আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তিনি পেশাব করার ইচ্ছা করলেন, সেখানে কোনো এক বাগানের পিছনে গেলেন, সেখানে ডাস্টবিনের কাছে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে চাইলেন। আমি বেশ দূরে সরে গেলাম; কিন্তু রাসূল (সা.) আমাকে কাছে ডেকে নিলেন, যাতে করে পেশাবের সময় এভাবে সবার দূরে সরে যাওয়া সুন্নাত না হয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডাকার পর একেবারে নিজের গোড়ালীদ্বয়ের খুব কাছে দাঁড়াতে বললেন, যদিও পেশাবের ছিটা আসার সম্ভাবনা ছিল। তারপরও তিনি বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননি। সুতরাং আবু মূসা আল আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক এমন বাড়াবাড়ি করার কোনো সংগত কারণ নেই। যদি তা থাকতো তবে রাসূল তা অনুমোদন করতেন এবং হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দূরে সরে যাওয়ারই প্রশংসা করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত রাখার জন্যই হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে কাছে ডেকে নিলেন। [দেখুন, মুসলিম: ২৭৩]

হাদীসের শিক্ষা

১. অত্র হাদীসে আলোচ্য বিষয়টি ছিল মদীনায় যা দ্বারা সফর ছাড়াও মোজার উপর মাসাহ করার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং, মুকীম বা অবস্থানরত অবস্থাতেও মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয হওয়া।

২. একজন মানুষ কোনো মহান ব্যক্তিকে বলতে পারেন যে, তিনি পেশাব করলেন।

৩. পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ।

৪. দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি অবৈধ।

৫. কোনো কোনো বর্ণনায় দাঁড়িয়ে পেশাব করার বিষয়টিও এসেছে, তার অর্থ, আমাদের এ দীন অত্যন্ত সহজ। পরিস্থিতি অনুসারে ছাড়াও গ্রহণ করা উত্তম।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ হুযায়ফাহ ইবন আল-ইয়ামান (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=23782

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন